OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 72
Website: https://tirj.org.in, Page No. 646 - 651
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 646 - 651
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নটরাজ শিব ও নাটুয়া নাচ

সুশান্ত কুমার মাহাতো
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সীতারাম মাহাতো মেমোরিয়াল কলেজ, পুরুলিয়া
E-mail : sushantamahato2@gmail.com

Received Date 20. 12. 2024
Selection Date 01. 02. 2025

Keyword
Nat, Nataraj, Shiva, Nritya, Tandava, Natua.

Abstract
SHIVA-On the one hand he is the God of Gods and Nataraj. Again in secular tradition he is the father and God of agriculture. Just like on the one side agriculture began through his hand, he also the inventor of dance. We found his love for dancing in different puranas. We saw various types of pictures of dancing Shiva in the wall of temple. Stone idols of Nataraj were found in Harappa.

Basically, his dances are of two types. The first one is Tandava dance and the second is Mangala dance. Though we are more familiar with the first one. There is not only destruction in this Tandava of Nataraj Shiva, but is a combination of creation - stability - destruction.

Natua is a very ancient folk dance in western border region of Bengal. It is believed that Shiva has a role as the creator of the dance. Many people think that Natua was born from Tandava dance of Shiva in Daksha Yajna. However, most of the artists and researchers are of the opinion that this dance was created by Nandi and Bhringi during Shiva's marriage journey and it was on the instructions of Shiva himself. Many also said that Lord Shiva created Natua dance at the request of Devraj Indra by watching the dance of a small bird named Kshama. I have tried to show how Shiva's attachment is connected with this dance.

Discussion

প্রাক-আর্য যুগের দেবতা শিব একাধারে কৃষি ও নৃত্য এই দুইয়ের উদ্ভাবন করেন বলে কথিত। প্রচলিত বিভিন্ন গল্পে, পুরাণে, মন্দিরের গায়ে আঁকা ছবিতে শিবের নটরাজ মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃত নৃত্যের সূচনা হয়েছিল শিবের হাত ধরেই এই বিষয়ে প্রায় সব গবেষক সহমত পোষণ করেন। জনৈক নৃত্যবিদ বলেছেন -

> "নৃত্যের দেবতা নটরাজ। শিবের তাণ্ডবনৃত্য থেকেই প্রকৃত নৃত্যের সূচনা। নটরাজ মূর্তিকল্পনা ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে প্রাচীনকাল থেকেই একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। বিভিন্ন রূপকের মধ্যদিয়েই শিল্পকলারও একটা আধ্যাত্মিক জগৎ সৃষ্টি করার যে প্রবণতা প্রাচীনকালে ছিল তারই সার্থক প্রকাশ দেখা যায় সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ের ছন্দে নটরাজ মূর্তির উদাত্ত পরিকল্পনায়।"[১]

হরপ্পাতে নটরাজ শিবের সদৃশ একটি মূর্তি পাওয়া গেছে। পাথরের তৈরি এই মূর্তির বর্ণনা দিয়ে গবেষক জানিয়েছেন-

> "There are two remarkable statuettes found at Harappa, - and the other of dark gray slate, the figure of a male dancer, standing on his right leg, with the left leg raised high, the ancestors of Siva-Nataraja."[২]

বিভিন্ন পুরাণ তথা অন্যান্য গ্রন্থেও শিবের নৃত্যের কথা জানা যায়। দক্ষযজ্ঞে শিব নিন্দা শুনে সতীর দেহত্যাগ করার খবর শুনে উন্মত্ত শিব যে তাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন, সেকথা সবারই জানা। মধ্যযুগে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যে শিবনৃত্যের ছবি ধরা পড়েছে –

> "পদ্মারে লইয়া কাঁখে   নাচে শিব ঘন পাকে,
> "জগত মোহন শিবের নাচ।
> সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ।।"[৩]

শিবনৃত্যের দুটি ধারার কথা জানা যায়। প্রথমটি হল তাণ্ডব – দক্ষযজ্ঞের সময় সতী হারিয়ে শিব যে প্রলয় নাচন নেচেছিলেন সেই তাণ্ডব ধ্বংসের প্রতীক। দ্বিতীয়টি হল, শিবের সৌম্যসুন্দর মঙ্গলনৃত্য যা আনন্দের পরিচায়ক। 'সঙ্গীত মকরন্দ' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে শিবের মঙ্গলনৃত্যের বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে —

> "ব্রহ্মা তালধর, শ্রীহরি পটহবাদ্য করিতেছেন, স্বয়ং ভারতী বীণাবাদনরতা; রবি ও শশী বংশী আলাপনে নিরত; সিদ্ধ, অপ্সরা ও কিন্নরগণ শ্রুতিধর; নন্দী ভৃঙ্গী প্রভৃতি মাদল বাজাইতেছেন ও নারদ গান করিতেছেন; এরূপ অবস্থায় মঙ্গলময় বিগ্রহ শম্ভু নৃত্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই মাঙ্গল্যনৃত্যেই নিখিল বিশ্বের প্রকাশ ইহা অনুমান করা কিছু অসঙ্গত হইবে না।"[৪]

অন্যদিকে বিশাখ দত্ত রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' গ্রন্থে নটরাজ শিবের যে নৃত্যরূপটির পরিচয় পাই, সেটি হল 'দুঃখনৃত্য'। এই গ্রন্থের 'নান্দী'র দ্বিতীয় শ্লোকে শিবের এই দুঃখনৃত্য বর্ণনায় বলা হয়েছে –

> "পাছে তাহার পাদন্যাসে পৃথিবীর অবনতি হয়, পাছে তাহার বাহুক্ষেপে সকল লোক পীড়িত হয়, পাছে তার অনলকণাবর্ষী দৃষ্টিপাতে নিখিল দৃশ্যবস্তু ভস্মীভূত হয়, এই ভয়ে তিনি অত্যন্ত সংকোচের সহিত নৃত্য করিতেছিলেন।"[৫]

শিবের তাণ্ডবনৃত্য শুধু ধ্বংসই নয়, একাধারে তা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের প্রতীক। ধ্বংসের পর নতুনভাবে বিশ্বজগৎ গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়েই শিবের এই তাণ্ডবনৃত্য। সমালোচক বলেছেন –

> "Tandavan, which summed up the threefold processes of creation, preservation and destruction."[৬]

শিবের নৃত্যকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তাত্ত্বিক, সমালোচক ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়ে বিচার করেছেন। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ বলেছেন—

> "নটরাজের নৃত্য সৃষ্টির পরিচায়ক। সাধারণত নটরাজ মূর্তি চারহাত বিশিষ্ট। দক্ষিণদিকে উপরের হাতে ডমরু অনাহত শব্দের প্রতীক, অখণ্ড মহাকালের বুকে তা যেন ছন্দ বা তাল লয় রক্ষা করে চলেছে। ডমরুর শব্দের সঙ্গে মহাপ্রাণ পঞ্চভূতের যোগসূত্র জড়িত। বিশ্ববৈচিত্রের উপাদান পঞ্চভূত। শব্দও তাই। নটরাজের বামদিকের উপরের হাতে 'অর্ধমুদ্রা', তাতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড ধ্বংসের পরিচায়ক।

> দক্ষিণদিকে নিচেকার হাতে 'অভয়মুদ্রা' শান্তি ও সান্ত্বনার উদ্বোধক। বামদিকের নিচেকার হাত উৎক্ষিপ্ত ও আন্দোলিত এবং তা চরণের দিকে নমিত, তাতে আছে 'গজহস্তমুদ্রা' এবং তা বিঘ্ননাশক গণপতি যা বিনায়ককে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এ হাত সর্ববিঘ্ননাশের প্রতীক। পদতলে 'অপস্ মার' পুরুষ বা অসুর ত্রিপুর অজ্ঞানরূপ সংসারচক্রের পরিচায়ক। নটরাজ বামনকে পদদলিত করেছেন, অর্থাৎ অজ্ঞানকে বিনাশ করে তিনি মুক্তি ও শান্তির আলোকদান করেছেন। বামন পদ্মপীঠের উপর শায়িত। নৃত্যে শিবের পাঁচটি শক্তি বা পঞ্চক্রিয়া বিকশিত : সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব ও অনুগ্রহ। - নটরাজ শিবের হাতে মুদ্রা বা হস্তকরণগুলি, নৃত্যে ভাব ও রসের প্রকাশক। নটরাজের চারিদিকে প্রভামণ্ডল বা অগ্নিশিখার চক্র বিশ্বের ও বিশ্ববাসীগণের প্রাণশক্তির পরিচায়ক। নটরাজের শিরে জটাজাল নৃত্যের তালে তালে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত। ছটার বাঁধনে গঙ্গা হিমালয়ের গোমুখীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কপালে অর্ধচন্দ্র বা অগ্নি জ্ঞানের এবং শিরে সর্প প্রকৃতি বা প্রাণশক্তির পরিচায়ক। নটরাজের দক্ষিণ কর্ণে মনুষ্যদেহের এবং বাম কর্ণে নারীদেহের ভূষণ। শিল্পী হ্যাভেল এটিকে বলেছেন পুরুষ ও প্রকৃতির মিলিত রূপ।"[৭]

শিল্পী, গবেষক, সমালোচক হ্যাভেল শিবনৃত্য তাণ্ডবের ব্যাখ্যার সাথে সাথে একটি পৌরাণিক গল্পের কথাও জানিয়েছেন। তাণ্ডব নৃত্যের দুটি ভাবের কথা বলেছেন – প্রথমত, প্রকৃতির বাইরে জড়বস্তুর বিলাস আর দ্বিতীয়ত, আধ্যাত্ম জগতের লীলা। নটরাজের নৃত্য প্রসঙ্গে তিনি এই গল্পটির কথা বলেছেন —

> "একদিন শিব যোগীবেশে অরণ্যে ঋষিদের কাছে গিয়ে তর্কে প্রবৃত্ত হলেন ও ঋষিদের হারিয়ে দিলেন। ঋষিরা ক্রুদ্ধ হয়ে অভিচারে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা শিবকে আক্রমণ করার জন্য যজ্ঞাগ্নিতে ভয়ঙ্কর মূর্তি এক ব্যাঘ্র সৃষ্টি করলেন। শিব কনিষ্ঠাঙ্গুলির নখ দিয়ে ব্যাঘ্রের শরীর থেকে চামড়া খুলে নিয়ে নিজের গায়ে পরিধান করলেন। ঋষিরা বিষধর সর্প সৃষ্টি করলেন। কিন্তু শিব সেই সাপকে মালার আকারে গলায় পরে নৃত্য করতে লাগলেন। তখন ঋষিদের যজ্ঞাগ্নি থেকে বিকটাকার এক বামনরূপ অসুর বহির্গত হয়ে শিবকে আক্রমণ করল। শিব অসুরকে পদভারে দলিত করে তার পৃষ্ঠদেশ ভেঙে দিলেন। শিবের এই তাণ্ডবনৃত্য স্বর্গলোকের দেবতা ঋষিরা প্রত্যক্ষ করলেন। এই নৃত্যের দৃশ্যই এলিফেন্টার গুহায় চাক্ষুষভাবে প্রতিফলিত করা হয়েছে।"[৮]

এভাবে, দেখা যায়, শিবের হাত ধরেই যে প্রকৃত নৃত্যের সূচনা এবিষয়ে প্রায় সকলেই একমত হয়েছেন। এবার আমরা দেখব যে, 'নাটুয়া' নাচ প্রসঙ্গে শিবের অনুষঙ্গ কিভাবে জড়িয়ে আছে। নাটুয়া নাচের উদ্ভব প্রসঙ্গে যে সমস্ত মতামতগুলো জানা যায়, সেগুলির মধ্যে এই নাচ সৃষ্টিতে নটরাজ শিবের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উঠে আসে।

নাটুয়া নাচের উদ্ভবের পিছনে নটরাজ শিবের ভূমিকার কথা কেন বারবার উঠে আসে, সেকথা জানার আগে এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে শিবের অনুষঙ্গ কিভাবে জড়িয়ে আছে সেটা জানা দরকার। নাটুয়া অধ্যুষিত এলাকার জনজীবনে শিব মূলতঃ অনার্য কৃষি দেবতা হিসেবে পূজিত। এখানে তাঁর পরিচয় 'বুঢ়াবাবা' ('আদি পিতা') আর পার্বতীর পরিচয় 'মহামাঈ' ('আদি মাতা') হিসাবে। কৃষিজীবী গ্রামীন মানুষের কাছে শিব কৃষিকার্যের সূচনাকারী দেবতা হিসেবে পরিচিত। এখানের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই শিবের মন্দির তথা 'মড়প' (মণ্ডপ) লক্ষ্যণীয়। পাতালেশ্বর, বুদ্ধেশ্বর, মানিকেশ্বর, জলেশ্বর, দুধেশ্বর, বাণেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর, আকড়েশ্বর, এক্তেশ্বর প্রমুখ নামে তিনি পরিচিত। চৈত্র মাসের সংক্রান্তি থেকে জৈষ্ঠ্য মাসের ১৩ তারিখ 'রহিন' পর্যন্ত বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন গ্রামে শিবের গাজন খুব জমজমাট ভাবে পালিত হয়। এছাড়াও পুরো শ্রাবণ মাস জুড়ে (বিশেষত প্রতি সোমবার) 'বাবা'র মাথায় জল ঢালতে মানুষের দীর্ঘ পদযাত্রা ও বিশেষ বিশেষ মন্দিরে মানুষের দীর্ঘ লাইন পরিলক্ষিত হয়। ভক্তদের বিশ্বাস এই যে, এর ফলে 'বাবা' তুষ্ট হয়ে সবার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন ও বর্ষাকালে ভালো বৃষ্টি দেবেন, যা এই অঞ্চলের কৃষিকাজের একমাত্র সম্বল।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 72
Website: https://tirj.org.in, Page No. 646 - 651
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বলা যায়, যেখানে শিবের প্রতি মানুষের ভক্তি-বিশ্বাস এমন অচল অটল, সেখানে উদ্ভুত বিভিন্ন লোকনৃত্যের পিছনে শিবের ভূমিকা রয়েইছে এই বিশ্বাস মানুষের মনে থাকবেই। শিবের আরেক পরিচয় 'নটরাজ' সেই বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করেছে।

এবার নাটুয়া নাচের উদ্ভব প্রসঙ্গে শিবের ভূমিকা সম্পর্কে শিল্পী গবেষকদের মন্তব্যগুলি দেখে নেওয়া যাক। গবেষক অধ্যাপক মাননীয় শিবশঙ্কর সিং মহাশয় বলেছেন –

> "পারম্পর্যটি মাথায় রেখে আজকের প্রবীণ থেকে নবীন নাটুয়া শিল্পী এবং লোকসংস্কৃতির অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ পর্যন্ত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন ও মতামত দেন, নটরাজ শিবের তাণ্ডবধর্মী নৃত্যধারা থেকে নাটুয়ার সৃষ্টি তাদের যুক্তি 'নট' অর্থাৎ নটরাজ শিবের তাণ্ডবধর্মী নৃত্যধারা থেকে নাটুয়ার উৎপত্তি।"[৯]

প্রবাদ প্রতিম নাটুয়া শিল্পী স্বর্গীয় হাড়িরাম কালিন্দী মহাশয়ের বক্তব্য –

> "নাটুয়া নাচের উৎপত্তির মূলে রয়েছে, নটরাজ শিব। তবে শিবের সাথে তাঁর ঘরণী পার্বতী নাটুয়া সৃষ্টিতে সমান সৃজনশীল ছিলেন। - নাটুয়ার, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং হর-পার্বতী।"[১০]

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছো নাটুয়া শিল্পী জগন্নাথ কালিন্দী কালিন্দীর অভিমত হল, - দক্ষযজ্ঞে শিবের নিমন্ত্রণ না থাকা সত্ত্বেও সতী সেখানে যাবার জেদ করেন। শিব প্রথমে যেতে বারণ করলেও পরে তাঁর দুই অনুচর নন্দী ভৃঙ্গীকে সাথে দিয়ে সতীকে দক্ষালয়ে পাঠিয়ে দেন। সেখানে শিবনিন্দা শুনে সতী প্রাণত্যাগ করেন। নন্দী ভৃঙ্গীর মুখে এই খবর শুনে শিব ক্রোধে ফেটে পড়েন। তৎক্ষনাৎ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে সতীর দেহ কাঁধে তুলে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেন। তাঁর নৃত্যে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল কেঁপে ওঠে। সৃষ্টি বিনাশের উপক্রম হয়। তখন বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীর দেহ একান্ন খণ্ডে বিভক্ত করে বিভিন্ন স্থানে ফেলেন, যেগুলি একান্ন পীঠ নামে পরিচিত। এইভাবে শিবের কাঁধ থেকে সতীর দেহ পড়ে গেলে শিব শান্ত হন। শিবের এই তাণ্ডব নৃত্য থেকেই নাটুয়া নাচের সৃষ্টি হয়।

প্রয়াত লোক গবেষক মাননীয় যুধিষ্ঠির মাজী মহাশয়ও নাটুয়া নাচের উদ্ভব প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

> "সাধারণভাবে নট এবং নাটুয়ার অর্থ প্রায় একই ধরনের। নট বলতে যেমন নর্তক বা অভিনেতাকে বোঝায়, ঠিক তেমনি নাটুয়া বলতেও নর্তক বা অভিনেতাকে বোঝায়। সমাজ জীবনে নট নৃত্য এসেছে শিবনৃত্য থেকে। - নৃত্য কলার ইতিহাসে নটরাজ হলেন নৃত্যের দেবতা।ইনি দেবাদিদেব মহাদেবের সমতুল্য। নৃত্যকলার ইতিহাসে নটরাজের ধারনা অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে প্রচলিত রয়েছে।
>
> 'নট নৃত্য পুরুষ নৃত্য। একে তাণ্ডব নৃত্যও বলা যায়। সতীর দেহত্যাগের পর সতীর মৃতদেহ নিয়ে শিব এই নাচ নেচেছিলেন। তাঁর উদ্দাম নৃত্যে সারা পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল। বিষ্ণু দেবতা সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ ছিন্নভিন্ন করে শিবনৃত্যের অবসান ঘটিয়েছিলেন'।
>
> 'শিবনৃত্যের এই ভাবধারা হতেই লোকজীবনে জন্ম লাভ করে নট নৃত্যের। পুরুলিয়া অঞ্চলে নট নৃত্য নাটা নাচ বা লাটা নাচ রূপে আজও কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে।"[১১]

প্রবীণ শিল্পী বিপদতারণ কালিন্দীর বক্তব্য হল —

নাটুয়া নাচের উৎপত্তি দক্ষযজ্ঞের অনেক পরে হয়েছে। পুরানো নাচগুলি দেখে দেখে দেবতাদের মনে একঘেয়েমি এসে যায়। তখন তাঁরা নতুন নাচ দেখার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে অনুরোধ জানান। ইন্দ্র স্বর্গের সবাইকে নতুন নাচ দেখাতে বলেন, কিন্তু কেউ তা পারেন না।শেষে ইন্দ্র নটরাজ শিবকে অনুরোধ করেন। দেবরাজ ইন্দ্রের অনুরোধ শিব না করতে পারেন না, তিনি 'নাটুয়া' নামে নতুন নাচ সৃষ্টি করে ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবতাদের দেখান।

নটরাজ শিব কিভাবে এই নতুন নাচ 'নাটুয়া' সৃষ্টি করলেন, সেই গল্প জানিয়েছেন বর্ষীয়ান নাটুয়া শিল্পী মাননীয় রাসু কালিন্দী মহাশয় — ইন্দ্রের কাছে নতুন নাচ দেখানোর অনুরোধে শিব চিন্তিত হন। তাঁর প্রাত্যহিক কাজকর্ম এলোমেলো যায়, কোনো কাজে ঠিকমতো মন বসাতে পারেন না। শিবের এই অবস্থা দেখে পার্বতীও চিন্তায় পড়েন। শিবকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে শিব জানান, ইন্দ্র তাঁকে নতুন নাচ দেখাতে বলেছেন। কিন্তু তিনি কোন নাচ দেখাবেন তা ঠিক করতে পারছেন না, তাঁর জানা সব নাচই তো দেখানো হয়ে গেছে। কাছ থেকে এই কথা শুনে পার্বতীও চিন্তায় পড়ে যান। কিছুদিন যাওয়ার পর একদিন সকালে শিব স্নান সেরে ত নির্জন শ্মশানে ধ্যানে বসেন ও নতুন নাচের কথা ভাবতে থাকেন। বেশ কিছুক্ষণ পর ধ্যানে বসা শিবের চোখ খুলে যায়। মেলে তিনি দেখতে পান 'ক্ষমা' নামের ছোট এক পাখিকে। পাখিটি নিজের মনে নাচ করছিল। পাখির নাচ দেখে শিব চিন্তা করলেন তিনিও যদি পাখিটির মতো করে নৃত্য করেন তবে সেটা একটা নতুন কিছু হতে পারে। তখন তিনি শ্মশানের ছাই সারা শরীরে মেখে শ্মশানে পড়ে থাকা কাপড়ের পাড় নিজের দুহাতে পাখির ডানার মতো করে বেঁধে 'ক্ষমা' পাখিকে দেখে দেখে নাচতে শুরু করেন।

ওদিকে শিবের ফিরতে দেরি হওয়ায় পার্বতী শিবের সন্ধানে বেরিয়ে এসে দেখেন শিবের এই নতুন নৃত্যানুশীলন। একসময় 'ক্ষমা' পাখি উড়ে গেলে শিবের নাচও থেমে যায়। পার্বতী শিবকে জিজ্ঞাসা করেন এ কোন নাচ? শিব জানান এ নাচ তিনি আগে নাচেননি, 'ক্ষমা' পাখিকে দেখেই শিখেছেন। পার্বতী এই নাচ দেখিয়েই দেবতাদের আনন্দ দান করতে বলেন। তখন শিব এই নাচ দেবতাদের দেখান।এই নাচ দেখে দেবতারা খুবই খুশি হন। শিবের এই নাচেই হল নাটুয়া নাচ।

নাটুয়া নাচের উৎপত্তি প্রসঙ্গে যে বিষয়টির কথা বেশিরভাগ শিল্পী গবেষক বলেছেন, সেটি হল শিবের বিবাহযাত্রার কথা। শিবের বিবাহযাত্রার সময়ই যে নাটুয়া নাচের সৃষ্টি এ বিষয়ে শিল্পী শলাবৎ মাহাত বলেছেন—

> "শিব যখন বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর শিষ্যগণ যথা নন্দী, ভৃঙ্গী প্রমুখ গায়ে ছাই মেখে হাতে টেনা, মাথায় ফেটি বেঁধে তাতে পালক গুঁজে যে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গিতে নৃত্য পরিবেশন করেছিল, সেটি হল নাটুয়া নাচের আদিরূপ।"[১২]

এবার আমরা শিবের বিবাহযাত্রার সময় কিভাবে নাটুয়া নাচের সৃষ্টি হল, নাটুয়া নাচের বাদ্যযন্ত্র ঢাকের জন্মই বা কিভাবে, সেই ঢাক বাজানোর জন্য কালিন্দীদের সৃষ্টি কিভাবে হল এই বিষয়গুলি সংক্ষেপে জেনে নেব।

শিল্পী অভিমন্যু কালিন্দী কাছ থেকে জানিয়েছেন, শিবের বিবাহযাত্রার সময় খুব ঝড়বৃষ্টি হয়। তারপর ব্যাঙের ডাক, ঝিঁঝি পোকার ডাক ইত্যাদি মিলেমিশে একাকার হয়ে বিচিত্র কলতানের সৃষ্টি করে। সঙ্গে ছিল শিবের অনুচর ভুত প্রেত পিশাচের বিচিত্র ধরনের অঙ্গভঙ্গি ও কলরব। এমতাবস্থায় বরযাত্রীদের মধ্যে গোলমাল দেখা দিলে নন্দী ভৃঙ্গী শিবের কাছে এই বিশৃঙ্খলার খবর পৌঁছান। শিব নন্দী ভৃঙ্গীকে নাচ গানের ব্যবস্থা করতে বলেন। নন্দী ভৃঙ্গী জানায় নাচ গানের জন্য আগে বাজনার ব্যবস্থা দরকার, তাদের কাছে তো বাদ্যযন্ত্র নেই। শিব তখন নন্দী ভৃঙ্গীকে ঢাক তৈরির নির্দেশ দেন। ঢাক তৈরির কথা শিব বললেন। সেই ঢাক তৈরি হবে কী দিয়ে তা শিবই জানিয়ে দিলেন—

সান্তালি পর্বতে থাকা দুটো গামার কাঠের গোড়া ও ডগা ফেলে দিয়ে মাঝখানের অংশ নিয়ে ঢাক তৈরি করা হবে। সান্তালি পর্বতে থাকা গামার গাছ দুটি কোনো সাধারণ গাছ নয়। তারা আসলে বিষ্ণুর দ্বাররক্ষী জয় ও বিজয়। লক্ষ্মীর অভিশাপে তারা গাছ হয়েছিল। সেই গাছ দিয়ে ঢাক তৈরি করতে হবে।

শিবের নির্দেশমতো কা সান্তালি পর্বত থেকে গামার গাছ কেটে আনা হল। ছুতোর সেই কাঠ দিয়ে দুটি ঢাক তৈরি করল তাদের নাম হল জয় ও বিজয়। তৈরি করার পর সেই ঢাকদুটি তুলে দেওয়া হল নন্দী ভৃঙ্গীর হাতে। ঢাক তৈরির কাহিনী নিয়ে নাটুয়া নাচের সময় যে গানটি গাওয়া হয় সেটি হল এইরকম –

> "ঢাক কোথায় পালি বায়েন?
> খাড়ি কোথায় পালি?

কাঠি কোথায় পালি?
সাঁতালি পর্বতে ছিল গামারের গাছ
সেই গাছকে কাঠি ল্যয়ে ছিল কামার ভায়ার বাড়ি
কামার ভায়াই তুলে দিল সুতার ভায়ার বাড়ি।
সুতার ভায়াই তুলে দিল পাটভকতার হাতে
পাটভকতা তুলে দিল কালিন্দীদের হাতে...।।”[১৩]

ঢাক তো তৈরি হল, এবার সেটা বাজাবে কে বা কারা! শিল্পী অভিমন্যু কালিন্দীর কাছ থেকে জানা যায় -

শিব নিজের দুই হাতের ময়লা থেকে সৃষ্টি করলেন দুই ভাই — সাদইলা (মতান্তরে ছাদইলা) ও বাদইলা কালিন্দী তথা ডোমেদের দুই আদি আদি পুরুষ। বাদ্যযন্ত্র তৈরি হয়েছে, বাদ্যযন্ত্রীও প্রস্তুত, কিন্তু নাচবে কে! শিবের নির্দেশেই নন্দী ভৃঙ্গী তৈরি হল নাচার জন্য। শ্মশানের ছাই সারা গায়ে মেখে, দু হাতে বাঁধল শ্মশানে পড়ে থাকা কাপড়ের রঙীন ফালি। মাথায় মোরগের পালক, হাতে ঢাল ও ফরি নিয়ে ঢাকের বাজনার তালে তালে শুরু হল দুই ভাইয়ের নাচ। জন্ম নিল নতুন এক নাচ ‘নাটুয়া’।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, গায়ত্রী, ভারতের নৃত্যকলা, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ৭ই মার্চ, ১৯৫৯, পৃ. ৩৬
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
৩. ভট্টাচার্য, আশুতোষ বাংলার লোকসাহিত্য, তৃতীয় খণ্ড: গীত ও নৃত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৪, পৃ. ৭০৯
৪. চট্টোপাধ্যায়, গায়ত্রী প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
৫. প্রাগুক্ত
৬. প্রাগুক্ত
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
৯. সিং, শিবশঙ্কর, পুরুলিয়ার নাটুয়া, নলেজ ব্যাঙ্ক পাবলিশার্স এণ্ড ডিস্ট্রিবিউটরস, প্রথম প্রকাশ ১৪ই এপ্রিল ২০২৩, পৃ. ২২
১০. প্রাগুক্ত
১১. মাজী, যুধিষ্ঠির, পুরুলিয়ার নট ও নাটুয়া নৃত্য, সুভাষ রায় (সম্পা.), মানভূমের লোকনৃত্য (১ম খণ্ড), অনৃজু ২০০৩, পৃ. ৮০
১২. সিং, শিবশঙ্কর, প্রাগুক্ত
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

সাক্ষাৎকার :

রাসু কালিন্দী, বয়স ৭৫ বছর, গুঁড়ুর, বান্দোয়ান, পুরুলিয়া, তারিখ - ২৯.১০.২০২৩
বিপদতারণ কালিন্দী, বয়স ৪৫ বছর, গুঁড়ুর, বান্দোয়ান, পুরুলিয়া, তারিখ - ২৯.১০.২০২৩
জগদীশ কালিন্দী, বয়স ৪৪ বছর, গুঁড়ুর, বান্দোয়ান, পুরুলিয়া, তারিখ - ২৯.১০.২০২৩
অভিমন্যু কালিন্দী, বয়স ৬০ বছর, কদমপুর, আড়শা, পুরুলিয়া, তারিখ - ০২.০৬.২০২৪
জগন্নাথ কালিন্দী, বয়স ৩৪ বছর, পাঁড়দ্দা, বলরামপুর, পুরুলিয়া, তারিখ - ০৭.০৭.২০২৪